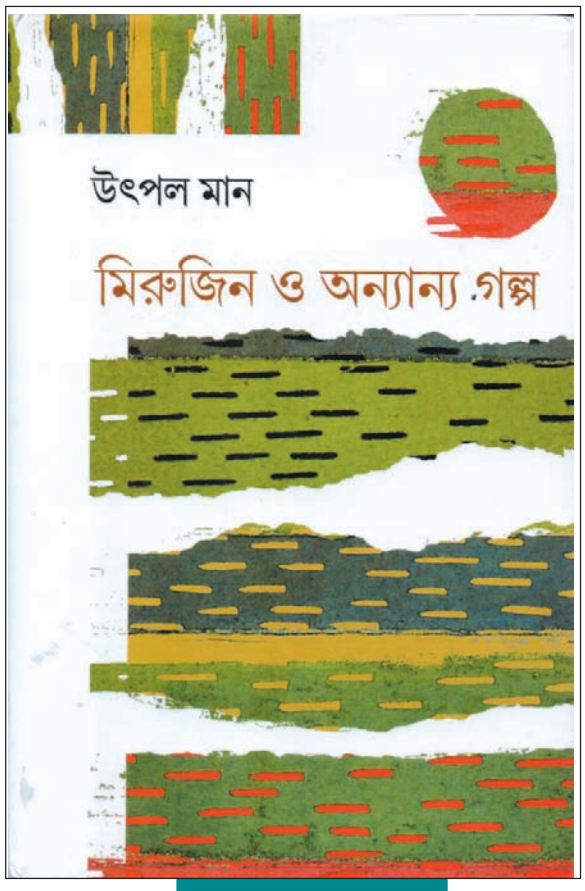

বইতরণী

মনের আয়না মিরুজিন

লিপি চক্রবর্তী

ছোটগল্প মানে এক ছোট্ট পরিসরে বিশ্বভ্রমণ। গল্পের ব্যপ্তি উপন্যাসকেও ছাপিয়ে যেতে পারে। কিন্তু উপন্যাসের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়ে সেই 'চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কথা' জাগিয়ে রাখবে মনের মধ্যে 'শেষ হয়ে হইল না শেষ।' ছোটগল্পের আকর্ষণ আজও পাঠকের কাছে বর্ণনাতীত। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়াই যায় যে, আজকাল মানুষের উপন্যাস পড়ার ধৈর্য কম তাই হয়তো ছোটগল্পের চাহিদা বেশি। এ সব কথা দূরে রেখে বলাই যায়, কিছু ছোটগল্পের বই না পড়লে পাঠক অনেক আনন্দ থেকেই বঞ্চিত হবেন।

সেই রকমই একটি গল্পের বই 'মিরুজিন ও অন্যান্য গল্প।' তেরোটি ছোটগল্প রয়েছে একশো বারো পাতার এই বইটিতে। 'অফার' গল্পের নায়িকা জয়শ্রী। বোনের ছেলে তোতোনের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা। অফিস যাতায়াতের পথে বারবার সে আসে তোতোনের কাছে। তোতোনকে বলে জয়শ্রীর বর্ণনা অনুযায়ী অনেক কিছু আঁকতে। আঁকেও তোতোন। কিন্তু জয়শ্রীর জীবনের মোড় ফিরতে চায় তার বস, প্রেমিক এবং মৃত দিদির স্বামীকে কেন্দ্র করে। কোন 'অফার'টা কখন গ্রহণ করবে সেই হিসাবেই রত জয়শ্রী। এখনকার দিনের একটা চাকুরিরত স্বাধীন মেয়ের মনের টানাপোড়েনকে এক অদ্ভুত সূত্রে গেঁথেছেন লেখক উৎপল মান।

ঠান্ডা হয়ে যাওয়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ঢুকে পড়েছে একটা নতুন ফ্যান। বুঁ উ উ ধ্বনিতে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। সেই ফ্যান চালিয়ে দিয়ে 'বঙ্কিম হাঁটতে হাঁটতে চলে যান সৌরজগতের অভ্যন্তরে। সেখানে সূর্যের ভিতর অনবরত বিস্ফোরণ ঘটেই চলেছে। তার কোনও শব্দ, গোলমাল পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরের পৃথিবীতে পৌঁছোচ্ছে না। সাউন্ড ওয়েভ নেই তো।...। শুনতে চাইলেন আরও কিছু গভীর শব্দ। কিন্তু গীতা থেকে বঙ্কিমে পৌঁছোনোর জন্য সেই শব্দের কোনও মিডিয়াম নেই' (তরঙ্গ)। সম্পর্কের মধ্যে এই বিভাজন, একরৈখিক আবেদনে গল্পের মধ্যে নিমজ্জিত করে পাঠককে।

একটা খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনোজের মনের গতি অনবরত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। মনোজ কেন যেন খুনির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ছে। খুনি কী কী করলে ধরা পড়ত না বা কেন খুনি আরও সাবধান হল না- এই কল্পনাতেই সে মগ্ন। তারপর অফিসে ফোন করে মনোজকে খোঁজ করে পুলিশ। খুন না করা সত্ত্বেও ভয়ে সিঁটিয়ে যায় সে। অস্থির হয়ে পড়ে। কেন? গল্পের শেষ পর্যন্ত একটা টান টান উত্তেজনা, ভয়, অসহায় ক্রোধ পাঠক এবং মনোজ- দু'জনকেই টানটান উত্তেজনার মধ্যে ফেলে রাখে। 'খনন'-এ লেখকের সৃষ্ট চরিত্র আর পাঠকের মন মিলে মিশে একাকার হয়ে আত্মখনন করতে থাকে।

জীবনানন্দের 'মিরুজিন নদীটির মতো' ছোটকা ধ্রুব বসু। তাকে পছন্দ করে একমাত্র ভাইঝি বীথি। আর বাড়ির একটি লোকও নয়। ছোটকা পছন্দ করে গ্রাম। আর সে থাকেও অধরা। বীথি চয়নের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে অনেকটা ছোটকার ছায়ায় ভর করে। ছোটকার ব্যক্তিত্বের কাছে নতজানু বীথি আর চয়নের সম্পর্কটা মোড় নেয় উত্তরণের দিকেই হয়তো (মিরুজিন)। একটা মানুষের ব্যক্তিত্বের রহস্যময়তা আর তাকে ঘিরে পরিবারের মানুষের নিজ নিজ চেতনার প্রকাশ খুব সুন্দর এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন লেখক।

ছোটগল্পে রূপকের উপস্থিতি কি গল্পকে ভারী করে ফেলে? আপাতদৃষ্টিতে এইরকম মনে হলেও উৎপল মানের গল্পে রূপক এসেছে গল্পকে আগ্রহী পাঠকের মনে স্থায়ী জায়গা করে দেওয়ার জন্য। 'প্রবৃত্তি' সেইরকমই একটি গল্প। নায়ক প্রবাহ বন্‌ধের দিন মোটর সাইকেলে অফিস যাওয়ার সময় দেখল বাঁধের উপরে দু'টো ছেলে মেয়ে কিছু কাগজ ছিঁড়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। জীবনের যা কিছু খারাপ, যা কিছু মানুষের উপকারে লাগবে না, অথচ প্রতিদিন খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে সে সব খবর- সব ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে কি ধ্বংস করা যায়! ওদের পাগল ভেবে নেওয়া প্রবাহ একসময় শামিল হয় ওদের সঙ্গে।

আর এক রূপক গল্প 'গন্তব্য'। হরনাথের মুদ্রাদোষ নিয়ে বিব্রত সবাই। হরনাথ নিজেই শুধু বুঝে পায় না কী করছে সে। বউ শিপ্রাও আতঙ্কিত তাঁকে নিয়ে। প্রত্যেকের শরীরে দৃষ্টি দিয়ে রেখা আঁকেন হরনাথ। কিন্তু সেই রেখা কোনও গন্তব্যে পৌঁছোতে পারে না। হরনাথও পৌঁছোন না কোনও গন্তব্যে। এ এক অদৃশ্য খেলা। খেলে যান একা হরনাথ। মানুষের মনের জটিল অঙ্কগুলো যে মেলে না কোনও দিনও তার এক অব্যক্ত যন্ত্রণা এঁকেছেন লেখক।

দোলু তল পায় না তার বউ শিবানীর। কী করে, কেন করে, কেন শ্মশানকালীর মন্দিরে গিয়ে বহু সময় ব্যয় করে কিংবা পদ্মপাতায় ঢাকা পুকুরের গভীর জলে ডুব দিতে ভয় পায় না- এ সব ভেবে ভেবেই দোলু পাগল হয়ে যায়। শিবানী কী বাঁচায় আর কাকেই বা বাঁচায় একমাত্র সেই জানে। তার উপর কি সত্যিই ভর করে অপদেবতারা? গাঁয়ের লোক ভাবেই বা কী? এতসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে লেখক যে ভাবে গল্পটা সাজিয়েছেন, তাতে পাঠকের মন ডুবে যেতে বাধ্য।

কোন গল্প ছেড়ে কোন গল্পের কথা বলব? প্রত্যেকটা গল্পই নিজ নিজ আঙ্গিকে সফলভাবে উপস্থিত পাঠকের দরবারে। উৎপল মানের অনেকগুলি গল্পে বারবার এসেছে জলের ভিতরে আগুন জ্বলার কথা বা আগুনের মহিমায় গল্পের আঙ্গিক রচনার কথা। এটা খুবই অন্যরকম এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

গল্পগুলি পড়তে শুরু করলে শেষ করে তবেই থামতে পারা যায়। এখানেই লেখকের লেখনীর সার্থকতা। একটা কথা বারবার মনে হয়েছে বইটি পড়তে পড়তে যে, এই গতানুগতিক অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার দুর্বোধ্যতায় এই সময়ে গল্পের গ্রহণযোগ্যতা কমে গিয়েছে অনেক। সেখানে 'মিরুজিন ও অন্যান্য গল্প' যেন এক টুকরো মরূদ্যান। বইটির মান অনুসারে যথোপযুক্ত প্রচ্ছদ করেছেন দেবাশিস সাহা।

ছোটগল্পে রূপকের উপস্থিতি কি গল্পকে ভারী করে ফেলে? 'প্রবৃত্তি'র নায়ক প্রবাহ বন্‌ধের দিন মোটর সাইকেলে অফিস যাওয়ার সময় দেখল বাঁধের উপরে দু'টো ছেলে মেয়ে কিছু কাগজ ছিঁড়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। জীবনের যা কিছু খারাপ, যা কিছু মানুষের উপকারে লাগবে না, অথচ প্রতিদিন খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে সে সব খবর- সব ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে কি ধ্বংস করা যায়! ওদের পাগল ভেবে নেওয়া প্রবাহ একসময় শামিল হয় ওদের সঙ্গে

গল্পের শেষ পর্যন্ত একটা টান টান উত্তেজনা, ভয়, অসহায় ক্রোধ পাঠক এবং মনোজ- দু'জনকেই টানটান উত্তেজনার মধ্যে ফেলে রাখে। 'খনন'-এ লেখকের সৃষ্ট চরিত্র আর পাঠকের মন মিলে মিশে একাকার হয়ে আত্মখনন করতে থাকে

মিরুজিন ও অন্যান্য গল্প ঃ উৎপল মান। পরম্পরা। ১০০ টাকা